আয়নার প্রয়োজনীয়তা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আয়নায় শুধু সম্মুখশরীর দেখা যায়।
চুল কাটাবার পর যখন পেছনে
আয়না ধরা হয়
একমাত্র তখনই বোঝা যায়
পেছনেও দেখার কিছু ছিল, আমি
তোমাকে সামনে পেছনে সমানানুপাতিক
দেখতে চেয়েছিলাম
যাতে দেখলেই বুঝতে পারি তুমি
কতটা শরীর আর কতটা প্রতীক।
আয়নার চেনা ও অচেনা যদি ঠিক
বোঝা যেত, তবে এ দর্পণসংহিতা লিখতেই হত না!

এক বয়সের পর আয়না তেমন ব্যবহৃতই হয় না,
নিজেকে চিনতে বা শব্দের ব্যঞ্জনা চেনাতে
সমতল মাটি থেকে ঊর্ধ্বগ নক্ষত্র দেখাতে
আয়না ভূমিকাহীন!
অক্ষরতো কাচ নয় চাইলেই
প্রতিকৃতি প্রকৃত ফিরিয়ে দেবে, প্রতিদিন
জীবনকে শুধু সামনে থেকে মেপে
বাসি বয়সের পরে কোনো লাভ নেই।
আমার বলার কথা শুধু এই।

কথাবার্তা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আমরা যখন কথা বলি
যেমন 'ইস্টার্ন বাইপাস', 'পরমাণু চুক্তি'
কিংবা যখন দশতলা লিফটে উঠে বলি
এগারো হলেই ভালো হত
আকাশের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যেত!
এইসব যতিচিহ্নহীন দীন কথকতায় তো
লিরিক হয় না! তবু যখন কাগজ ও
কালির ব্যবহার ভাব, একমাত্র তখনই
কোনো এক 'অলীক' বা 'অধরা'কে
'সুন্দর' দেখায়,
আর তুমি ভাত খাওয়া হাত ধুয়ে সেই
অক্ষরশোণিত সাদা পাতার চেতনায়
বসিয়ে 'থ' হয়ে থাকো বসে!
তখন অক্ষরই তোমাকে নতুন নিশ্বাস পাঠাবে
বদলানো ঋতুর টাটকা সূর্য, শারদীয়া জ্যোৎস্না এসে
ভাষাকে নীরব করে দেবে।

হাওয়ামোরগ

রমেশ পুরকায়স্থ

হাওয়া মোরগের ঝুঁটি দেখেই সুশীলবাবু
আগে - ভাগেই আটঘাট বেঁধেছেন
বুঝে নিয়েছেন কোন্ দিক দিয়ে বইবে সুবাতাস।
দিদিমণির কৃপানেত্রপাতে বিশ - পঁচিশ হাজার রৌপ্যবৃষ্টি
ইতিমধ্যেই নিয়মিত আনন্দের স্রোত হয়ে বইতে শুরু করেছে
বশংবদদের অন্তঃপুরে।

আমরাতো ঝড়ের পাখি
হালভাঙা নৌকোর ছেঁড়া পাল ধরেই চিরকাল
পৌঁছে গেছি পারে
লক্ষ্য আমাদের ধ্রবতারা বলেই কোনোদিন
পথ হারাইনি পথে
রক্তবীজের ঝাড়, মরে গিয়েও আমরা মরিনি
মরব না।

কিন্তু ভয়ংকর ঝড়ে যেদিন উলটে যাবে
ওই হাওয়ামোরগটাই?
সেদিন কোন্ উচ্ছিষ্টধন্য মহাসড়ক ধরে
আপনার ওই মূল্যবান যাত্রাপথ সুরক্ষিত করবেন
সুশীলবাবু?

স্বদেশ

কাজল চক্রবর্তী

ছোটো সূর্য বড়ো হতে হতে শালখুঁটির মাথায়
বিছিয়ে রাখা গোল টিনের চাকতিতে বসে পড়ল
নীচে চাঁদি - নৌকা, হয়তো বা সমুদ্রগামী নয়, ছোটো জলযান
খাঁড়িমোহনা গন্তব্য হয়তো বা
গৃহের ভেতরে জীবনযাপিত অনন্ত বর্ষার
জল বাড়ে, বেড়েই চলেছে, ইতিহাস - স্মৃতি

কতবার উৎসবের বাজনা বাজল, প্রিয়জন বিয়োগেরও
গাছের বিভিন্ন পাতারা দু-হাত তুলে ডাকল 'এসো'
মেঘ ও আলোর খেলা তুচ্ছ করে আমি এইমতো
ডানা নাড়ি, খানিকটা উড়ি, অশান্ত বিন্দুবৎ
এ আমার দেশে, আমি অনায়াসে এর আগে এইবার
'স্ব'-শব্দ জুড়ে দিয়ে 'স্বদেশ' বানাব

এইবার হবে চন্দ্রোদয়

বসুদেব দেব

সমস্ত ইন্দ্রিয়ে হবে পার্থিবের উৎসব আরতি
শান্ত হয়ে বসে থাকো, ঘটে যাবে সেই অসম্ভব-ও
সিঁড়ির ছায়ার নীচে পড়ে থাকে গল্প-উপন্যাস
আমাদের আত্মকথা শিল্প অহংকার
এইবার হবে চন্দ্রোদয়, কী প্রগাঢ় সন্ধ্যা হব হব

রক্তাক্ত প্রয়াস যত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উঠে এসে
নেবে শান্তিজল, ক্ষয়ক্ষতি অবহেলা শেষে
সন্ধ্যার সিঁদুর মেখে ছিন্নভিন্ন ইতিহাস আজ
তোমার চোখের জলে শান্ত হয়ে মেশে

তুমি আজ পুরোহিত, তুমি আজ বালি
তুমি কাকতাড়ুয়ার ছদ্মবেশ ছেড়ে
বসে থাকো নিবিড় বিশ্বাসে
আজ পুনর্জন্ম হবে পৃথিবীর, লেখা হবে
তারায় ও ঘাসে
লেলিহান পার্থিবের জয়
এইবার হবে চন্দ্রোদয়

অতিথি ফিরে আসে

আরণ্যক বসু

যেখানে দীপ জ্বলে নীরবে সারারাত
যেখানে সব কিছু ভীষণ চুপচাপ
যেখানে মাটি - ঘাসে শোণিত লেগে থাকে
মায়েরা জেগে থাকে বোনেরা গান গায়
নদীও গান শোনে পাতারা ঝরে যায়
পালক খসে পড়ে শীতের হিম মাসে
একলা বটগাছ ঘুমোতে ভালোবাসে

ঘুমোবে জামপাতা আবছা তালবন
কেউ কি জেগে থাকে হোক না অকারণে

বছর ঘুরে যায় পৃথিবী বয়ে চলে
আবার দুটি প্রাণ উধাও ছুটে যায়
যেখানে মোম জ্বলে টেবিলে হাত রাখ
যেখানে ওঠে আসে মরণজয়ী ডানা

ডানারা উড়ে চলে ডানারা ভেসে যায়
বাবুই বাসা বাঁধে জন্ম বীজ বোনে
শিশুর কচি হাত আবার কাছে ডাকে
তিথি না - মানা এক অতিথি ফিরে আসে
লালনে, দোতারায়, শিউলি ঝরা ঘাসে।